দৈনিক বাংলা

তারিখ … … 7.1

পৃষ্ঠা … … 1 … কল.

C50

হিরোশিমার স্মৃতি তাঁকে পীড়িত করে না

নিউইয়র্ক, ৬ই আগস্ট (এএফপি)।—কোন দুঃস্বপ্ন তিনি দেখেন না, তাঁর কোন অনুশোচনা নেই—এ কাজ তাঁকে করতে হয়েছিল, 'তাই করেছেন।' এ হলো জর্জ ক্যারনের কথা। আজ থেকে ৩৩ বছর আগে হিরোশিমার ওপর আণবিক বোমা বর্ষণকারী বিমানের গোলন্দাজ জর্জ ক্যারন।

মার্কিন বিমানবাহিনীর এই সাবেক গোলন্দাজ আজ পাঁচটি নাতি-নাতনীর পিতামহ। কলোরাডোর আর ভাডায় তিনি ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। তিনি বলেন, হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সেই স্মৃতি তাঁকে পীড়িত করে না। ৪৮ হাজার থেকে ২ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল সে বিস্ফোরণে।

'পরিসংখ্যানবিদরা বলেন, জাপানী সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে না হওয়ায় লাখ লাখ মার্কিন নাগরিকের ও সেই সঙ্গে সম্ভবত বহু জাপানী নাগরিকের জীবনও বেঁচে গেছে'—শনিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন।

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। যেদিন 'এনোলা গে' নামে পরিচিত সেই বি-২৯ বোমারু বিমানটি দুর্ভাগ্যজনক মিশনে আকাশে উড্ডয়ন করে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছিল, সে দিনটির কথা স্মরণ করে প্রাক্তন সৈনিক বলেন, এ ধরনের একটা ব্যাপারে জড়িত থাকতে পেরে নিজেকে আমি খুব বড় মনে করেছিলাম। আমি আশান্বিত ছিলাম যে এই বোমা কার্যকর হবে এবং আমরা এর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবো।'

উল্লেখ্য, বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত মিঃ ক্যারনের সঙ্গে ক্লড রবার্ট ইথারলির পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট। ৩০টি বছর ধরে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও অনুশোচনা ভোগ করার পর মাত্র একমাস আগে ইথারলি ক্যান্সার রোগে মারা যান। তাঁর এজন্য অনুশোচনা ছিল যে তিনিই ছিলেন লক্ষ্যস্থল চিহ্নিতকারী বিমান চালক। হিরোশিমার আকাশে মেঘের মধ্যে তিনিই একটি ছিদ্রপথ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং 'এনোলা গে'-কে তার লক্ষ্যস্থলের দিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।